যায়যায়দিন

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

বদলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের বলয় ভেঙে ক্যাম্পাস এখন ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বদলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির চিত্র। পুরনো চেহারা নেই এখন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দীর্ঘদিনের দখল রাজনীতির বলয় ভেঙে গেছে। ক্যাম্পাসে সর্বত্র অবস্থান নিয়েছে ছাত্রলীগ ও বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা। সোমবার রাতে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগেই হলগুলো দখলে নিয়েছে ছাত্রলীগ।

সারাদেশে চারদলের পৃ ৪ ›› কলাম ৬

ছাত্রদলের বলয় ভেঙে ক্যাম্পাস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনে ভরাডুবির খবর আসতে শুরু করলে ওই রাতেই ছাত্রদল নেতাকর্মীরা হল ছাড়তে থাকে। কয়েকটি হলে ছাত্রদল কর্মীদের রুমের তালা ভেঙে ভাংচুরেরও খবর পাওয়া গেছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। চারদলের সমর্থনপুষ্টদের সরিয়ে দলীয় নিয়োগের বিষয়টি গতকাল ক্যাম্পাসে সবার মুখে মুখে ছিল।

তবে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু বলেন, আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি চাই না। হলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সহাবস্থান করবে। বৈধ যে কোনো ছাত্রই হলে থাকতে পারবে। সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা বলেন, সবার সহযোগিতায় আমরা ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখবো।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়। তবে যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর থাকবে। ছাত্রলীগ বলেছে, জাতীয় রাজনীতির যে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে তার প্রভাব ছাত্র রাজনীতিতেও পড়েছে। তারা কোনো সহিংসতা ও আধিপত্যের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। শিক্ষাঙ্গনে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে তাদের প্রতিহত করা হবে। নির্বাচনে মহাজোটের বিশাল জয়ের পরে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে বলে তারা দাবি করেন।

ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, নির্বাচনের ফলাফলে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর ছাত্রলীগ হলে হলে তাদের নেতাকর্মীদের কক্ষগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ছাত্রলীগ। তাদের হল থেকেও বের করে দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বিজয়ের পর গতকাল ক্যাম্পাসে কোনো আনন্দ মিছিল দেখা যায়নি। তবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। সকালে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার নেতৃত্বে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম-এ ফায়েজের সঙ্গে দেখা করেন। ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ধরে রাখার বিষয়ে ভিসিকে তারা আশ্বস্ত করেন।

সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাত্রদল নেতাকর্মীরা নিজ নিজ হলেই অবস্থান করছিল। নির্বাচনে চারদলের শোচনীয় পরাজয়ের খবর আসা শুরু হলে ছাত্রলীগ হলগুলোতে বিজয় মিছিল করে। সর্বশেষ রাত ১০টায় মুহসীন হল থেকে ছাত্রদল নেতারা চলে যান। হলে তখন হল সভাপতি এজমল হোসাইন পাইলট ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিল। তখন ছাত্রলীগ হলের বাইরে অবস্থান করছিল। এক পর্যায়ে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় নেতাদের পরামর্শে হল চলে গেলে অবসান হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাত বছরের রাজত্ব।

গতকাল দুপুরে ছাত্রদল ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নেতৃত্বে দেড়শ নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে আসেন। তারা মধুর ক্যান্টিনে এসে সাংবাদিকদের কাছে ছাত্রলীগের করেন। এ সময় ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন হলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তারা অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলের ছাত্রদলের ২০ থেকে ২৫টি কক্ষ ছাত্রলীগ দখলে নিয়েছে। এছাড়া সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, এ এফ রহমান, মুহসীন হল, সূর্যসেন হল, জিয়াউর রহমান, জহুরুল হক হলে ব্যাপক ভাংচুর করা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতারা বলেন, হলগুলোতে তাদের সহাবস্থান করতে না দেয়া হলে পরবর্তীতে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা হবে। তবে ছাত্রদলের এসব অভিযোগকে ছাত্রলীগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ছাত্র রাজনীতির গতানুগতিক ধারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছাত্রলীগ। মুক্ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ধরে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। ক্যাম্পাসে আধিপত্যবাদের অবসান হয়েছে। তবে ক্রিয়াশীল কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীর ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা হলে ছাত্রলীগ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার রোটন বলেন, ক্যাম্পাসের প্রতিটি হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। জাতীয় রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র রাজনীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। হলগুলোতে বৈধ ছাত্ররা থাকবে, এটা স্বাভাবিক। ছাত্রলীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে। তবে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে